যুগান্তর

তারিখ 25 JUN 2012
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

বদলে যাচ্ছে সনাতনী পদ্ধতির গণিত পাঠ

আগামী বছর ষষ্ঠ সপ্তম শ্রেণী ও জেএসসিতে সৃজনশীল প্রশ্ন

মুশতাক আহমদ

সনাতনী পদ্ধতির অংক আর থাকছে না। মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের জন্য আসছে নয়া পদ্ধতির গণিত। আর সেই পদ্ধতিটির নাম হচ্ছে 'সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি'। ২০১৫ সালের এসএসসি পরীক্ষার্থীরা এ প্রশ্নে পরীক্ষা দেবে। এর আগে ২০১৩ সালে বা আগামী বছর জেএসসি পরীক্ষা হবে সৃজনশীল প্রশ্নে। অর্থাৎ তারাই আবার নবম শ্রেণীতে ২০১৪ সালে সৃজনশীলে গণিত পড়বে। সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল সূত্রে জানা গেছে, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখেই ইতিমধ্যে কারিকুলাম প্রণয়ন করা হয়েছে। সেই আলোকে বর্তমানে পাঠ্যবই লেখার কাজ চলছে। এর বাইরে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতেও প্রশ্ন : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

প্রশ্ন : সৃজনশীল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর চিন্তাভাবনা চলছে। বর্তমানে এই তিন শ্রেণীতে প্রায় ১ কোটি ছাত্রছাত্রী লেখাপড়া করছে। শুধু তাই নয়, সনাতনী বই ও প্রশ্নের ধারার চেয়ে ভিন্নতর হয়ে থাকে সৃজনশীল প্রশ্ন। বিপরীত দিকে গণিতের মতো বিষয়ে শিক্ষার্থী এমনকি অভিভাবকদের মধ্যে ভীতি কাজ করে। এ জন্যই আগেভাগে গণিত শিক্ষকদের এই পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত করতে প্রশিক্ষণ দেয়া হবে, যাতে পদ্ধতিটির সফল বাস্তবায়ন হয় ও ফলাফলে এর কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে। আগামীবছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে সম্পূর্ণ নতুন কারিকুলামে বই হাতে পাচ্ছে শিক্ষার্থীরা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এক্ষেত্রে অগ্রগতি সন্তোষজনক না হলেও সব বই যাতে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেয়া যায়, সে লক্ষ্যে রাত-দিন কাজ চলছে। এই কাজটি পরিচালিত হচ্ছে 'মাধ্যমিক শিক্ষাখাত উন্নয়ন প্রকল্প'র (এসইএসডিপি) কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায়। এটা বিগত জোট সরকারের আমলেই যে একমুখী শিক্ষা চালুর চেষ্টা হয়েছিল, তারই বর্ধিত ও নয়ারূপ। তখন এটি কিছু শিক্ষাবিদের আন্দোলনের মুখে সরকার স্থগিত করতে বাধ্য হয়। এসইএসডিপির প্রকল্প পরিচালক রতন রায় যুগান্তরকে জানান, মাধ্যমিক স্তরের গণিত ও ইংরেজি বাদে ইতিমধ্যে সব বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু হয়ে গেছে। সর্বশেষ ২০১২ সালের এসএসসি পরীক্ষায় মোট ২২টি বিষয়ে সৃজনশীল পদ্ধতিতে প্রশ্ন হয়। বাকি দুটি বিষয়ের মধ্যে এখন গণিতে সৃজনশীল চালু হবে। আর ইংরেজিতে বর্তমানে 'কম্যুনিকেটিভ' পদ্ধতি চালু রয়েছে। যে কারণে ইংরেজিতে আর সৃজনশীল পদ্ধতির প্রয়োজন নেই। রাজধানীর বিচারভ উচ্চ বিদ্যালয়ের সিনিয়র সহকারী শিক্ষক মাসুদা ইয়াসমিন জানান, বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরে ছেলেমেয়েদের যে ইংরেজি পড়ানো হয়, সেটা এই মুহূর্তে 'আপডেটেড' ইংরেজি।

জানা গেছে, মাধ্যমিকে গণিত ও উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভাপতি হিসেবে কাজ করছেন অধ্যাপক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ২৪ মে তারই সভাপতিত্বে কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে তিনি গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর লক্ষ্যে কমিটি গঠনে সন্তোষ প্রকাশ করেন। এর আগে ২০ মার্চ আরেক কমিটি গণিত ও উচ্চতর গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি প্রবর্তনের সুপারিশ করা হয়েছিল। সভায় যোগদানকারী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পরামর্শক মুনির হাসান পরামর্শ দিয়ে বলেন, এই দু'বিষয়ে সৃজনশীল প্রশ্ন ব্যবহারের ক্ষেত্রে অভিভাবক-শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মধ্যে ফলাফল বিপর্যয়ের যে ভীতি দেখা দিয়েছে তা প্রথমেই দূর করতে হবে। এ জন্য তিনি এ নিয়ে গণিত অলিম্পিয়াড, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামসহ নানাভাবে প্রচার-প্রচারণা চালিয়ে অনুকূল পরিবেশ তৈরির পরামর্শ দেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপসচিব সহিদুল ইসলাম তার অভিজ্ঞতার কথা সভায় তুলে ধরে বলেন, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণিত ও উচ্চতর গণিত শেখানোর জন্যে শিক্ষক নেই। সে কারণে সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতি চালু করতে গেলে যথেষ্ট প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নিতে হবে। সূত্র জানায়, এভাবে আলোচনার মাধ্যমে ২০১৫ সালের এসএসসিতে ও এর আগে ২০১৩ সালে জেএসসিতে গণিতে সৃজনশীল পদ্ধতি চালুর সিদ্ধান্ত হয়। সূত্র জানায়, এর আগে এ নিয়ে পাইলটিং হবে। এছাড়া ২০১৪ সালের এসএসসি পরীক্ষায় ৩০-৪০ ভাগ প্রশ্ন সৃজনশীলে করার প্রস্তাবও রয়েছে।

দুটি কমিটি : এদিকে দু'বিষয়ে সৃজনশীল চালুর লক্ষ্যে শিক্ষকদের কর্মশালা ও পাইলটিং করার লক্ষ্যে ৪ সদস্য করে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই দু'কমিটির অবশ্য ২৪ জুনের মধ্যে তাদের রিপোর্ট দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু তা তারা দিতে পারেনি বলে জানা গেছে। এই দু'কমিটির একটি আগামী ৭ জুলাই ঢাকায় গণিত শিক্ষকদের নিয়ে কর্মশালা করার লক্ষ্যে তালিকা প্রণয়ন, পরিকল্পনা ও বাজেটসহ প্রতিবেদন এবং আরেক কমিটির পাইলটিং করার কর্মপরিকল্পনা তৈরির কথা। সূত্র জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী আগামী ২১ জুলাই মন্ত্রণালয়ে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সুপারিশ পেশের কথা রয়েছে।

নতুন বই তৈরি হচ্ছে : এদিকে জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ড (এনসিটিবি) সূত্র জানিয়েছে, মাধ্যমিকে গণিতে সৃজনশীল প্রশ্ন চালুর লক্ষ্যে এরই মধ্যে কারিকুলাম তৈরি হয়ে গেছে। এখন চলছে বই লেখার কাজ। আগামীবছর অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতির বই পাবে। আর অন্যান্য ক্লাসেও যাতে এই পদ্ধতি চালু করা যায়, সে বিষয়টি মাথায় রেখেই কারিকুলাম ইতিমধ্যে লেখা হয়েছে।